ঋণ-এর ধারণা

ভারতীয় দর্শন গভীরভাবে আধ্যাত্মিক এবং তা সর্বদা সত্যোপলব্ধি বা তত্ত্বোপলব্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ভারতীয় দর্শন সত্যোপলব্ধির বা তত্ত্বোপলব্ধির দর্শন। সেখানে বলা হয়েছে— মানুষের জীবনের লক্ষ্য ভোগ নয়, ত্যাগ, আসক্তি নয়, বৈরাগ্য বা অনাসক্তি। অমৃত বা মোক্ষপ্রাপ্তি পরমপুরুষার্থ।

সমস্ত ভারতীয় দর্শনে ত্যাগের মনোভাব নিহিত থাকায় সেখানে জীবনযাপনের যে পথনির্দেশ আছে তার লক্ষ্য হল সাধারণভাবে গৃহীত নৈতিকতাকে অতিক্রম করা। সমস্ত ভারতীয় দর্শন দুটি বিষয় স্বীকার করে, পরমপুরুষার্থরূপে মোক্ষলাভের প্রচেষ্টা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগের মনোভাব। এর তাৎপর্য হল - ভারতীয় দর্শন কেবল বৌদ্ধিকচর্চা (mere intellectualism) বা কেবল নৈতিকচর্চা (mere moralism) নয়, কিন্তু তা উভয়কে স্বীকার করেও উভয়কেই অতিক্রম করে। যায়।

বৈদিক যুগে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে যজ্ঞ সম্পাদনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল এবং মানুষের প্রার্থিত বস্তু লাভের ক্ষেত্রে যজ্ঞের কার্যকারিতা নিয়ে কোন সংশয় ছিল না। শ্রুতিতে উল্লিখিত ঋণত্রয় (triad of debts or obligations) - এর মধ্যে দেবঋণ মোচনের জন্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম অবশ্য কর্তব্য—একথা বলা হয়েছে। হিন্দু মতে, প্রত্যেক মানুষ কতকগুলি ঋণ (debts) ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা (obligations) নিয়েই সমাজে জন্মগ্রহণ করে। দেবতারা বা বিশ্বজাগতিক শক্তিসমূহ (The gods or cosmic powers) তার মুক্তিলাভে সহায়ক হন না, যদি না সে এই ঋণসমূহ মোচন করে। শ্রুতিতে বলা হয়েছে— "জারমানো হ বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋণৈঋণ বা জায়তে ব্রহ্মচর্যেন ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ" ইতি ঋণানি। অর্থাৎ "জায়মান ব্রাহ্মণতিন ঋণে ঋণী হন, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ঋষিকা হইতে, যজ্ঞের দ্বারা দেবক্ষণ হইতে, পুরেরদ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন। সুতরাং ঋণ তিন প্রকার : কষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ।

প্রশ্ন হল— 'ঋণ' শব্দের অর্থ কি? যখন কোন স্থলে কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য নান করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই দ্রব্য গ্রহণ করে, তখন ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি (অধমর্ণ) প্রথম ব্যক্তিকে (উত্তমর্ণ) সেই দ্রব্য যথাসময়ে ফেরৎ দেবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে, তখন সেই স্লাবোই 'ঋণ' শব্দের প্রয়োগ হয়। এটি 'কল' শব্দের মুখা অর্থ।

শ্রুতিতে যে 'ঋণ' ত্রয়-এর কথা বলা হয়েছে সেখানে 'কল' শব্দ মুখ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মুণ্ডিত মস্তক, দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী কোন বালক সম্পর্কে যখন বলা হয় 'অগ্নিঃ মাণবক।' তখন ঐ মাণবক অগ্নির মত পবিত্র এই অর্থে তাকে অগ্নি বলা হয়েছে। এখানে যেমন অগ্নিসদৃশ অর্থে অগ্নি শব্দের প্রয়োগ হয়েছে সেরূপ কণসদৃশ অর্থেই 'ঋণ' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। যেমন ঋণ পরিশোধ করলে কণী ব্যক্তি প্রশংসিত হন, ঋণ পরিশোধ না করলে নিন্দিত হন, তেমনি ব্রহ্মচর্য পালন করলে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করলে ঐ ব্যক্তি প্রশংসিত হন এবং না করলে নির্ম্মিত হন। এই প্রশংসা ও নিন্দা প্রকাশ করতেই ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্মকে ঋল বলা হয়েছে।

শ্রুতিতে জায়মান ব্রাহ্মণ বলতে গৃহস্থ ব্রাহ্মণকেই বোঝান হয়েছে। ঐ শব্দের দ্বারা সদ্যোজাত শিশুকে বোঝান হয়নি। কামনাবিশিষ্ট ও কর্মসামর্থ্যবিশিষ্ট ব্যক্তিরই অগ্নিহোত্রাদি কর্মে অধিকার। "অগ্নিহোত্রং যাৎস্বর্গকানা" ইত্যাদি বৈদিক বিধিবাক্যে বলা হয়েছে : স্বর্গকামনা করে এমন সমর্থ ব্যক্তিই অগ্নিহোর কর্মের অধিকারী। সদ্যোজাত শিশুর স্বর্গকামনা ও অগ্নিহোত্র কর্মসামর্থ্য না থাকায় ঐ কর্মে তার অধিকার নাই। উল্লিখিত পত্রয় মোচনের জন্য কতকগুলি কর্মবিশেষ

অবশ্যকর্তব্য বলে শ্রুতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ফল মোচনের জন্য কিছু কিছু কর্ম সমগ্রজীবনব্যাপী করা কর্তব্য। একে 'ক্ষণ অনুবন্ধ বলা হয়েছে।

ঋষিঋণ : আমাদের প্রথম ঋণ ঋষিদের প্রতি, কারণ তাঁরা আমাদের জন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রেখে গেছেন। আমরা এই ঋণ মোচন করতে পারি সেই ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা প্রত্যর্পণের মাধ্যমে। ঋষিঋণ মোচনের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য ও গুরুকুলবাস সমাপ্ত করা প্রয়োজন। যারা উপনীত বা উপনয়নসংস্কার বিশিষ্ট হয়েছেন তারাই ব্রহ্মচর্থাদিতে অধিকারী। শ্রুতিতে "জায়মান" শব্দে উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা দ্বিজ বা দ্বিতীয় জন্ম নিষ্পন্ন হওয়াকেই বোঝান হয়েছে। এরূপ উপনীত ব্রাহ্মণ বা রিজের প্রথমে ব্রহ্মচর্যের দ্বারা কষিঋণ হতে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। পিতৃঋণ : ব্রহ্মচর্য যথাযথভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের পর গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করে পুত্রোৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ মোচন অবশ্য কর্তব্য। পিতৃঋণ মোচনের দ্বারা জাতির সংরক্ষণ ও জাতি যে সংস্কৃতির ধারক তার সংরক্ষণ হয় এবং জীবিতের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়।

দেবঋণ : গার্হস্থ্য আশ্রম চতুরাশ্রমের (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থা, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। কেননা এই আশ্রমেই সেবা ও যজ্ঞ সম্পাদনের সুযোগ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। গৃহী অন্যান্য আশ্রমিক জীবনের আশ্রয়স্থল ও প্রাণস্বরূপ। অন্যের প্রতি ঘৃণা, অহংবোধ, অহংকার, আচরণের রূঢ়তা, হিংসা গৃহীর সর্বতোভাবে বলনীয়। দেবঋণ মোচনের জন্য গৃহস্থের সারাজীবনব্যাপী অগ্নিহোত্র, দশপূর্ণমাস নামক যজ্ঞ করা অবশ্য কর্তব্য। ঋষি, দেবতা, পূর্বপুরুষ, মানুষ ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীদের ঋণ মোচনের জন্য গৃহস্থের প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞ সম্পাদন কর্তব্য। সেগুলি হল : ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞে ও ভূতযজ্ঞ । কষিযজ্ঞকে ব্রহ্মযজ্ঞে বলা হয়, যেহেতু ব্রাহ্মণ বা বেনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই ঋষিযজ্ঞ। এই যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমেই গৃহী বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষিদের প্রতি কর্তব্য পালন করে।দেবযজ্ঞ সম্পাদিত হয় অগ্নিতে হোম দানের দ্বারা। এই বড়ো দেবতাদের উদ্দেশে কিছু দানের মাধমে গৃহীর দেবঋণ মোচন কর্তব্য। পিতৃযজ্ঞ সম্পাদিত হয় পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ বা হল দানের দ্বারা। শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে দরিদ্র অথচ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধাসহকারে অন্ন বস্ত্রাদি নানের মাধ্যমে গৃহীর পিতৃঋণ মোচন কর্তব্য। মনুষ্যযজ্ঞ সম্পাদিত হয় অতিথি সৎকারের মাধ্যমে। সন্ন্যাসীদের আশ্রয়, ভূধার্তকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, গৃহহীনকে গৃহ, দুঃস্থকে সেবার মাধ্যমে গৃহীর মনুষ্য ফল মোচন কর্তব্য। ভূতযজ্ঞ সম্পাদিত হয় মনুষ্যেতর সকল প্রাণীকে আহার্য বস্তু প্রদানের মাধ্যমে। এই বৃহৎ সৃষ্ট জগতে মানুষ একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তার চতুষ্পার্শ্বে বিরাজমান সকল প্রাণীই বিশ্বপরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই ক্ষুদ্রতম প্রাণী থেকে শুরু করে সকল ইতর প্রাণীর প্রতি যত্নবান হওয়া মানুষের অবশ্য কর্তব্য। ইতর প্রাণীদের জীবনধারণে সাহায্য করার মাধ্যমেই গৃহীর ইতর প্রাণীদের ক্ষণ মোচন কর্তব্য।

বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অংশে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্মের উপদেশ আছে। শাস্ত্রে। উল্লিখিত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম পত্নী ছাড়া সম্পন্ন করা যায় না। তাই অগ্নিহোত্র যাগ গৃহস্থের পক্ষেই পালন করা সম্ভব। এই রাগে অগ্নিকুণ্ডে দুগ্ধ, দধি, পুরোডাশ প্রভৃতি। আহুতি দেওয়া হয়। সূর্য ও অগ্নি এই যাগের দেবতা। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা—এই ত্রিবর্ণের ব্যক্তিকে প্রত্যহ অগ্নিহোত্র যাগ করতে হলেও ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে তা ছিল বাধ্যতামূলক। জরা ও মৃত্যু পর্যন্ত ব্রাহ্মণের অগ্নিহোত্র যজ্ঞ কর্ম প্রত্যহ অবশ্য কর্তব্য। জরা অর্থাৎ বার্ধক্যের জন্য শরীরিকভাবে অক্ষম হলে তবেই যজ্ঞে কর্ম সম্পাদনরূপ কর্তব্য থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। বেদে বলা হয়েছে— "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রা জুহোতি", "যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত"। যিনি জীবনের শেষভাগে বিধান অনুযায়ী সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন, তিনি অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে কর্ম সম্পাদন থেকে বিমুক্ত হন। কিন্তু যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ না করে গৃহস্থই থাকবেন বা বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন তাঁর মৃত্যু না

হওয়া পর্যন্ত নিতা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ কর্ম অবশ্য কর্তব্য। তাই বলা হয়েছে—"উপনীত ব্রাহ্মণ প্রথমে ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইয়া পরে গৃহস্থ হইয়া অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ হইতে এবং পুত্রোৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন।

কোন ব্যক্তি বৈরাগ্যবশত সংসার ত্যাগ করলে বা তার পূর্বেই সন্ন্যাস অবলম্বন করলে তাঁর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করার প্রয়োজন নাই। তখন তিনি শ্রবণ মনন ধ্যান অনুষ্ঠান করে মোক্ষলাভ করতে পারেন। ভারতীয়মতে, ব্যক্তির যে ঋণ তা কেবলমাত্র মানুষের সমাজের প্রতি সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সমগ্র জীবের প্রতি বিস্তৃত। তাই তুমি নিজের মত প্রতিবেশীকে ভালবাস' এই উপদেশের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং প্রত্যেক জীবই তোমার প্রতিবেশী। নৈতিক ক্রিয়ার জগতের এরূপ বিস্তার ভারতীয় নীতিবিদ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কেননা অধিকারের কথা বলার চেয়ে কর্তব্য পালনই ভারতীয় নীতিবিদ্যার মূলকথা। কেবল মানুষের কল্যাণ নয়, সমস্ত জীবের কল্যাণ চিন্তা করতে হবে। সমস্ত জীবের প্রতি সহানুভূতির আদর্শের কথা অহিংসার নীতিতে সবচেয়ে ভালভাবে ব্যক্ত হয়েছে। মানুষের পক্ষে এই আদর্শ অনুসরণ করা সম্ভব হবে যখন সে মানুষ কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্বের সব কিছুকে পবিত্র মনে করবে। যেমন, ভগবদ্‌গীতায় (৫/১৮) বলা হয়েছে— "বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালের প্রতি আত্মবিৎ পণ্ডিতেরা সমদর্শী হন।"

সুতরাং বৈদিক আদর্শ যজ্ঞ সম্পাদনের মধ্যেই শেষ হয় না, তা রূপায়িত হয়। জাতির সংরক্ষণ ও জাতি যে সংস্কৃতির ধারক তার সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে। সত্যনিষ্ঠা, আত্মসংযম, অন্যদের প্রতি দয়া প্রভৃতি ধর্মাচরণও এই আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। ঋগ্বেদে প্রতিবেশী ও বন্ধুর প্রতি বদান্যতা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে এবং কৃপণতা বিশেষভাবে নিন্দিত হয়েছে। ২৮ ঋগ্বেদ-এ (১০/১১৭/৬) বলা হয়েছে কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী।' অর্থাৎ "যে কেবল নিজে ভোজন করে, তার কেবল পাপই ভোজন করা হয়।"